আলু রপ্তানি বৃদ্ধির রোডম্যাপ

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মে, ২০২২

আলু রপ্তানি বৃদ্ধির রোডম্যাপ

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মে, ২০২২

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয় হতে আলু রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত রোডম্যাপটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

আলু বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। বিশ্বে আলু উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। দেশে এখন প্রায় ৫.০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১ কোটি ৩ লক্ষ মে. টন আলু উৎপাদিত হচ্ছে। আমাদের দেশে আলুর অভ্যন্তরীণ চাহিদা ৭৫-৮০ লক্ষ মে. টন। অবশিষ্ট প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষ মে. টন আলু উদ্বৃত্ত হিসেবে থেকে যায়। উদ্বৃত্ত আলু হিমাগার থেকে পরবর্তী বছর মৌসুম শুরুর আগেই কমদামে বাজারে বিক্রি করতে হয় বিধায় কৃষকরা আলুর ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

এ পরিস্থিতিতে আলু বিদেশে রপ্তানি করতে পারলে কৃষক আলুর সঠিক বাজারমূল্য পাবে, তাদের মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। কিন্তু রপ্তানিযোগ্য জাতের অভাব আলু রপ্তানির প্রধান অন্তরায়। শিল্পে ব্যবহার উপযোগী ও রপ্তানিযোগ্য জাতের আলু চাষ করতে পারলে এ সমস্যা কেটে যাবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। শিল্পে ব্যবহার উপযোগী ও রপ্তানিযোগ্য বেশ কিছু জাতের আলু নেদারল্যান্ডস থেকে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে সরকারি ও বেসরকারিভাবে আনা হয়েছে, যেগুলোর পরীক্ষামূলক আবাদ শেষ হয়েছে এবং এখন কৃষক পর্যায়ে নেয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলমান আছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয় আলুকে অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসাবে ঘোষণা করে। ফলে জাত নিবন্ধনের দীর্ঘসূত্রিতা হতে বের হয়ে দেশে উচ্চফলনশীল রপ্তানি উপযোগী জাত প্রবর্তনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ খোরপোশ কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বেকার শিক্ষিত যুবকরা জমি লিজ নিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আলু চাষে ঝুঁকছে। সরকার উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ করে আলু উৎপাদন করতে পারলে আমরা ইউরোপের বাজারে আলু রপ্তানি করতে পারবো। আলু রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে প্রণীত রোডম্যাপটিতে যেসব কার্যাবলী দেয়া হয়েছে তা সঠিক সময়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ হতে প্রচুর পরিমাণ আলু বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি।

এ রোডম্যাপ প্রণয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। রোডম্যাপটির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এখন থেকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সরকারের কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আলু রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে প্রণীত রোডম্যাপটি প্রকাশনার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আলু বাংলাদেশের প্রধান সবজি। বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ০৩ লক্ষ মে. টন আলু উৎপাদিত হয়। অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের পর প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষ মে. টন আলু উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এ উদ্বৃত্ত আলু বিদেশে রপ্তানির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বিদেশে আলু রপ্তানি শুরু হয়েছে এবং গত ৮ বছরে রপ্তানির পরিমাণ গড়ে ৬০ হাজার মে. টন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। আমাদের দেশে আমদানিকারকদের চাহিদামাফিক আলুর জাত না থাকায় সরকারের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও রপ্তানি বাড়ছে না। রপ্তানিকারকদের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আলুকে ডি-নোটিফাইড ফসল হিসেবে ঘোষণা করে দেশের চাহিদা অনুযায়ী আলুর জাত দ্রুত প্রবর্তনের সুযোগ করে দেন। ফলে উচ্চফলনশীল ও উচ্চ শুষ্ক পদার্থযুক্ত রপ্তানি উপযোগী জাত বিদেশ হতে এনে দেশীয় আবহাওয়ায় উপযোগিতা যাচাই করে নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে ইতোমধ্যে বিএডিসিসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬৮টি রপ্তানি উপযোগী জাত নিবন্ধিত হয়েছে যার অনেকগুলো কৃষকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। রপ্তানি উপযোগী আলুর জাত প্রবর্তন সহজীকরণের এই সিদ্ধান্ত একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

আলু রপ্তানি একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। এ সকল কর্মকাণ্ডে কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিএডিসি, বিএআরআই, ডিএই, ডিএএম, এক্রিডিটেশন বোর্ড, বিআরটিএ, এনবিআর, বন্দর কর্তৃপক্ষ, পটেটো গ্রোয়ার্স, পটেটো এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা জড়িত। রপ্তানির ক্ষেত্রে সফলতার জন্য এ সকল সংস্থার মাঝে সমন্বয় থাকা খুবই জরুরি। আমি মনে করি প্রণীত রোডম্যাপটিতে সকল প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সুস্পষ্ট করা আছে।

এ রোডম্যাপ প্রণয়নে কৃষি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ভুক্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এ রোডম্যাপটির সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ সায়েদুল ইসলাম)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	১
২	কমিটির কার্যপরিধি	১
৩	বাংলাদেশের আলু রপ্তানি পরিস্থিতি	১
৪	আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন জাতসমূহ	৩
৫	রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	৪
৬	রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বীজ ব্যবস্থাপনা	৪
৭	আলুবীজ উৎপাদন, আমদানি ও বিপণন এবং আলু চাষ এবং রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন	৫
৮	রোডম্যাপ বাস্তবায়ন কৌশল/সুপারিশ	৬
৯	আলু রপ্তানি বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা-২০২৩	৭

শব্দসংক্ষেপ

বিএবি (BAB)	:	Bangladesh Accreditation Board
বিএআরআই (BARI)	:	Bangladesh Agricultural Research Institute
বিএডিসি (BADC)	:	Bangladesh Agricultural Development Corporation
বিআরটিএ (BRTA)	:	Bangladesh Road Transport Authority
বিসিএসএ (BCSA)	:	Bangladesh Cold Storage Association
বিপিইএ (BPEA)	:	Bangladesh Potato Exporters Association
ডিএএম (DAM)	:	Department of Agricultural Marketing
ইপিবি (EPB)	:	Export Promotion Bureau
ডিএই (DAE)	:	Department of Agricultural Extension
এনবিআর (NBR)	:	National Board of Revenue
এসআরডিআই (SRDI)	:	Soil Resource Development Institute
এসসিএ (SCA)	:	Seed Certification Agency

আলু রপ্তানি বৃদ্ধির রোডম্যাপ

১.০ ভূমিকা

দেশে বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১ কোটি মেট্রিক টনের অধিক আলু উৎপাদন হয়। বিশ্বে আলু উৎপাদনে বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে রয়েছে। উৎপাদিত আলুর ৭৫-৮০ লক্ষ মে. টন দেশের চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট প্রায় ৩০-৩৫ লক্ষ মে. টন আলু অতিরিক্ত হিসেবে থেকে যায় বিধায় অনেক সময় বাজারমূল্য কমে যাওয়ার ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ২০ মে. টন এর অধিক। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আলু রপ্তানির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। আলু রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে খসড়া রোডম্যাপ প্রণয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের নীতি-৫ শাখার স্মারক নং- ১২.০০.০০০০.০০০.২২.০০৮.২১.১২ তারিখ ০৩ আগস্ট ২০২১ মোতাবেক একটি কমিটি গঠন করা হয়।

২.০ কমিটির কার্যপরিধি

১. কমিটি আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা সম্পন্ন ও দেশে প্রচলিত জাতসমূহ হতে পরীক্ষাপূর্বক ৪-৫টি আলুর জাত নির্ধারণ করে গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে;
২. সুপারিশকৃত জাতসমূহ হতে আগামী মৌসুমে বীজ সংগ্রহ, বীজ ও প্রযুক্তি নির্ধারণ, কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ, আলু উৎপাদন, রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে Comprehensive Road Map বা পূর্ণাঙ্গ গাইড লাইনের খসড়া প্রস্তুত করবে;
৩. বীজ আলু উৎপাদন, আমদানি ও বিপণন এবং আলু চাষ ও রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য খসড়া পরিকল্পনা/কার্যক্রম চিহ্নিত করবে;
৪. আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, প্রকৃতি, উৎপাদনশীলতা, ঝুঁকি ও এর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে ২০২৩ সনের মধ্যে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে Matrix প্রণয়ন করবে;
৫. কমিটি বৃহৎ আলু রপ্তানিকারক ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা, সম্ভাবনা, সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত মতামত সংগ্রহ/গ্রহণপূর্বক পর্যালোচনা করবে;
৬. কমিটি সময়ে সময়ে তার কার্যক্রমের অগ্রগতি অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে;
৭. কমিটি প্রয়োজনে উপযুক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে এবং
৮. কমিটি আগামী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি), কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রতিবেদন জমা দিবে।

৩.০ বাংলাদেশের আলু রপ্তানি পরিস্থিতি

দেশের আলু উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলেও উপযুক্ত জাত ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে আলু রপ্তানির গতি নিম্নমুখী। বিগত ২০১৩-১৪ বর্ষে লক্ষাধিক মেট্রিক টন আলু রপ্তানি হলেও পরবর্তীতে তা অর্ধেকেরও নিচে নেমে এসেছে।

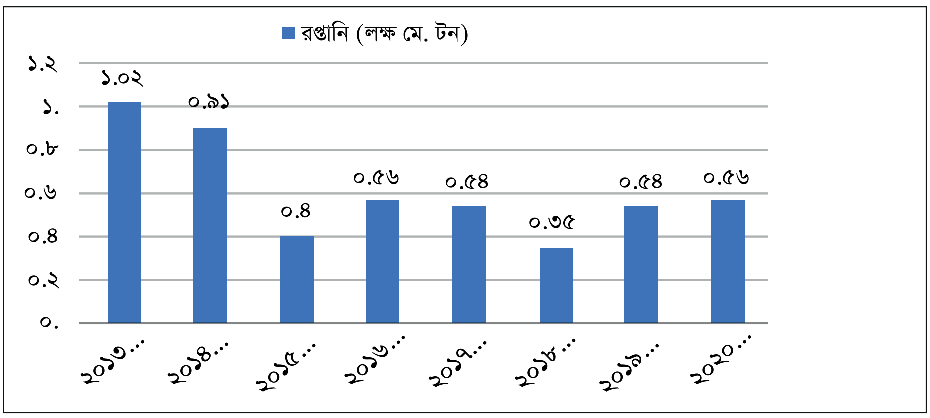

সূত্র: ডিএই

আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে রপ্তানিসহ আলুর বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধি না পাওয়ায় প্রায় প্রতি বছর দেশে "পটেটো গাট" (Potato Glut) এর উদ্ভব ঘটে এবং এর কারণে আলু উৎপাদনকারী চাষিরা অস্বাভাবিক দর পতনে আলুর ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হয়। উদ্বৃত্ত আলুর বাজার না থাকায় তা বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়ে যায়, যা জাতীয় ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই পরিস্থিতি দেশে আলু উৎপাদনের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে পারে, যা খাদ্য নিরাপত্তাসহ দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

বাংলাদেশী আলুর রপ্তানিবাজার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের আলু প্রধানত মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলংকায় রপ্তানি হয়ে আসছে। চলতি বছর মোট আলু রপ্তানি ১২.৫০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ আলু রপ্তানি শুধুমাত্র এই তিনটি দেশে হয়েছে (সূত্রঃ ইপিবি)। ইপিবি সূত্রে আরো দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ সালে দেশে আলু রপ্তানির আয় ৩৩.০০ মিলিয়ন ডলারের উপরে ছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে রপ্তানি আয় কমে এসে প্রায় এক-তৃতীয়াংশের কিছু উপরে স্থির হয়েছে, যদিও বছরভিত্তিক কিছুটা ওঠানামা করেছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক রপ্তানি বাণিজ্য অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলছে, সেক্ষেত্রে আলু রপ্তানির এই পশ্চাদপদতা অসংগতিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যার দ্রুত নিরসন হওয়া অবশ্যক। এই অবস্থা রপ্তানিবাজার বহুমুখীকরণের পরিবর্তে কেন্দ্রীভূত করেছে, যা আলু রপ্তানির গতিশীলতা অর্জনের অন্তরায়।

বেসরকারি রপ্তানিকারকদের সম্পৃক্তায় কার্যত বর্তমান শতাব্দির শুরু থেকেই বাংলাদেশের আলু রপ্তানি সূচিত হয়। রপ্তানি বাজারে শুরু থেকেই রপ্তানি উপযোগী জাতের অভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। জাতের এই সংকটের কারণে রপ্তানিকারকগণ রপ্তানি বাজারে ক্রেতার চাহিদাপূরণ করে আলু রপ্তানি করতে অসমর্থ হয়। এর ফলে দেশের আলু রপ্তানির সহজাত বৃদ্ধি ঘটতে পারেনি। বাংলাদেশের এই জাত সংকটের সুযোগ গ্রহণ করে প্রতিযোগী দেশসমূহ রপ্তানি বাজারের ক্রেতা চাহিদা পূরণে নিত্যনতুন জাতের আলু সরবরাহ করে এবং রপ্তানি বাজার দখল করে নেয়। কিন্তু বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত রপ্তানি উপযোগী জাতের আলু রপ্তানি চাষিদের নিকট সরবরাহ করতে না পারায় আলু রপ্তানি স্থবির হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত তিন দশকে দেশে ৯১টি নতুন আলুর জাত অবমুক্ত করা হলেও সেগুলোর একটিরও চাহিদা রপ্তানি বাজারে নেই।

এমতাবস্থায়, নিম্ন চাহিদাসম্পন্ন গ্রানোলা জাতের আলুর উপর ভিত্তি করে রপ্তানিকারকগণ রপ্তানি বাজারের আংশিক চাহিদা পূরণ করে দেশের আলু রপ্তানি চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ২০১৪ সালের পরে রপ্তানি বাজারে এই জাতের আলুর চাহিদাও কমে যেতে থাকে। অন্যদিকে দেশে মানসম্পন্ন আলু উৎপাদিত না হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাপূর্ণ দামে টিকতে না পারায় বাংলাদেশী আলু রপ্তানি পরম সংকটে নিপতিত হয়। এই অবস্থা নিরসনে রপ্তানি উপযোগী নতুন জাত প্রবর্তিত না হওয়ায় আলু রপ্তানিতে ধস নেমে আসে, যা অদ্যাবধি বিরাজমান।

আলু রপ্তানির এই জাত সংকট সম্পর্কে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয় সম্যকভাবে অবহিত রয়েছেন। তিনি রপ্তানিকারকদের সাথে আলোচনা করে আলু রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে চলেছেন এবং মন্ত্রাণালয় পর্যায়ে তাঁর নির্দেশনায় একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আলু রপ্তানিতে সামান্য উন্নতি হলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্নভাবে নতুন রপ্তানি বাজার অন্বেষণে এবং রপ্তানি বাজারের বাণিজ্যিক সমস্যা নিরসনে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধিতে চাহিদাসম্পন্ন জাতের অভাবে বিশেষ কোন সাফল্য অর্জিত হতে পারেনি। সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আলুকে ডি-নোটিফাইড ফসল হিসেবে ঘোষণা করে দেশের চাহিদা অনুযায়ী আলুর জাত দ্রুত প্রবর্তনের সুযোগ করে দেন। রপ্তানি উপযোগী আলুর জাত প্রবর্তনের সহজীকরণে এই সিদ্ধান্ত একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

রপ্তানি বৃদ্ধির রোডম্যাপ প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটির সদস্যবৃন্দের লিখিত মতামত গ্রহণ করা হয়। প্রাপ্ত মতামতগুলো কমিটির পর পর ৩টি সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করে খসড়া রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়। খসড়া রোডম্যাপটি কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত রোডম্যাপের উপর বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সুপারিশসমূহের আলোকে খসড়া রোডম্যাপটি চূড়ান্ত করা হয়।

৪. আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন জাতসমূহ

বাংলাদেশে প্রাপ্ত আলুর জাতের সংখ্যা অনেক হলেও বিভিন্ন রপ্তানি বাজারে যে সব জাতের আলু আবশ্যক বাংলাদেশে সেসব জাতের আলু নেই। এছাড়া শিল্পে ব্যবহার উপযোগী জাতের আলুর অভাব রয়েছে। আলু রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

রপ্তানি উপযোগী জাতের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিতঃ

- লম্বাটে বা ডিম্বাকার (Long or oval shaped)
- চামড়ার রং সাদা/হলুদাভ (Flesh color white or yellowish)
- অগভীর চোখ (Shallow eye)
- দীর্ঘ সুপ্তিকাল (Long dormancy)
- অধিকাংশ আলু বড় হওয়ার প্রবণতা (Oversized potato share high)
- ফ্লেশ কালার সাদা/হলুদাভ (Flesh color white or yellowish)
- খেতে সুস্বাদু (Tasty)
- উচ্চ/মধ্যম শুষ্কপদার্থ (High/Medium dry matter content)
- প্রাকৃতিক অবস্থায় বেশি দিন সংরক্ষণযোগ্য (Long storage capacity in ambient condition)
- উচ্চফলনশীল (High yielding)
- রোগ প্রতিরোধী ও স্থিতিশীল উৎপাদনে সক্ষম (Disease resistant & ability for persistant yield)

দেশে প্রচলিত জাত থেকে রপ্তানি উপযোগী ৪-৫টি জাত নির্বাচন করতে হলে রপ্তানি অনুপোযোগী জাত নির্বাচন করতে হবে অন্যথায় দেশের আলু রপ্তানিতে স্থিতিশীল অগ্রগতি সাধিত হবে না। এ জন্য দেশে আলুর নতুন জাত প্রবর্তন করে বিশ্ব বাজারের চাহিদা পূরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ব বাজারে আলুর রপ্তানিকে সবসময়ে প্রতিযোগী রাখার জন্য উৎপাদন পর্যায়ে মাত্র ৪-৫টি জাতের মধ্যে সীমিত না রেখে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত রাখাই বাঞ্ছনীয়। এজন্য দেশে অব্যাহতভাবে নব উদ্ভাবিত আধুনিক আলুর জাত প্রবর্তন করে দেশকে আলু রপ্তানিতে প্রতিযোগী অবস্থানে রাখতে হবে।

আলুর জাত ছাড়করণের দীর্ঘসূত্রিতা হতে বের হতে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নির্দেশে আলুকে নন-নোটিফাইড ফসল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বিএডিসির গবেষণা সেলের আওতায় বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিশীল আলুর জাত বিএডিসির নিজস্ব খামারে ট্রায়াল দেয়া হয়। ডোমার ও আমলা খামারে পরপর দুই বছরের প্রাপ্ত ফলাফলে আলুর জীবনকাল, ফলন, শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ, পুষ্টিগুণ ও দেশীয় আবহাওয়ায় চাষাবাদের উপযোগিতা বিচারে উৎকৃষ্ট প্রতীয়মান জাতগুলো মন্ত্রণালয় হতে নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদন করা হয়েছে। বিএডিসির পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষত এগ্রিকনসার্ন, ইস্টার্ন ট্রেডার্স কর্পোরেশন, এআর মালিক এন্ড কোং, এসিআই প্রা. লি., ব্র্যাক, কৃষাণ সিড নিজস্ব তত্ত্বাবধানে গবেষণা চালাচ্ছে এবং রপ্তানি উপযোগী নতুন জাত উদ্ভাবনে ভূমিকা রাখছে। আশা করা যায়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র তাদের প্রচলিত ধ্যানধারণা হতে বের হয়ে রপ্তানি উপযোগী জাত উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের দিকে মনোযোগী হবে।

নিয়মিত ট্রায়ালের মাধ্যমে নতুন জাতসমূহ ছাড়করণে অনেক সময় লেগে যায়। তাছাড়া কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে ২-৩ বছর সময় লাগে। চাহিদাসম্পন্ন রপ্তানিযোগ্য নতুন জাতের বীজ সহজলভ্য না হওয়া পর্যন্ত ছাড়কৃত দেশি জাতগুলো ব্যবহার করে রোগমুক্ত আলু উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলাদেশ পটেটো এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিইএ) ও বিভিন্ন রপ্তানিকারকদের লিখিত চাহিদা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রস্তাব, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতামত এবং বাস্তবতার নিরিখে সানসাইন, প্রাডা, সান্তানা, কুইন এ্যানী, কুম্বিকা, ডোনেটা, ডায়মন্ট, গ্রানোলা, মিউজিকা ও বারি আলু-৬২ এই দশটি জাত রপ্তানি উপযোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয় (নির্বাচিত জাতসমূহের বৈশিষ্টাবলী পরিশিষ্ট-ক)। একই সাথে রপ্তানি বাজারের চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন জাত প্রবর্তন ও উৎপাদন ব্যবস্থা চলমান রাখতে হবে।

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, বিশ্ব বাজারে আলু রপ্তানির অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে হলোহার্টের উপস্থিতি। এটি একটি শারীরবৃত্তীয় রোগ (Physiological Disorder)। আলুর আকার বড় করা ও ফলন বাড়ানোর জন্য অনিয়ন্ত্রিত সেচ ও সার ব্যবহারের ফলে হলোহার্টের উদ্ভব হয়। প্রচলিত ডায়মন্ট জাতটি কিছুটা হলোহার্ট প্রবণ। পরিমিত সার ও সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হলোহার্ট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। রপ্তানি আলু উৎপাদন এলাকার চাষিদের হলোহার্ট মুক্ত আলু উৎপাদনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

বিশ্বে আলু রপ্তানির গড় হার বার্ষিক ৬.২৫%। কিন্তু বাংলাদেশের আলু রপ্তানি খুবই নগণ্য, যা উৎপাদনের অনুপাতে মাত্র ০.০৩৮%। বিশ্বে আলু রপ্তানির বৃদ্ধির সাথে তালমিলিয়ে রপ্তানি এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারলে বাংলাদেশে উদ্বৃত্ত আলুর ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না। আলু উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৭ম হলেও সর্বোচ্চ ১০টি রপ্তানিকারক দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কোন স্থান নেই। বিগত ২০১৩-১৪ বর্ষে লক্ষাধিক মে. টন আলু রপ্তানি হলেও ২০১৪-১৫ বর্ষ হতে আলু রপ্তানি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। তবে আশার কথা কৃষিবান্ধব সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সাম্প্রতিক বছরে রপ্তানির উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চলতি ২০২১ সালে ইতোমধ্যে ৫৬ হাজার মে. টন আলু রপ্তানি হয়েছে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। পটেটো এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতামতের প্রেক্ষিতে ২০২২ সনে ৮০ হাজার মে. টন এবং ২০২৩ সনে ১ লক্ষ ২০ হাজার মে. টন আলু রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে ২০২৪ সনে ১ লক্ষ ৮০ হাজার এবং ২০২৫ সনে ২ লক্ষ ৫০ হাজার আলু রপ্তানির প্রক্ষেপণ নেয়া যেতে পারে।

৬. রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বীজ ব্যবস্থাপনা

ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত হলো মানসম্পন্ন বীজ। ভালো বীজের অভাবে ফলন প্রায় ২০% কমে যায়। আলু উৎপাদনে এই সমস্যা প্রকট। নির্বাচিত জাতসমূহের বীজ চাষি পর্যায়ে সহজলভ্য করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। এজন্য বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি বেশি পরিমাণে আমদানি করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন জাতের আলু উৎপাদনের লক্ষ্যে এ বছরেই প্রয়োজনীয় বীজ উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

২০২২ সনে রপ্তানির জন্য ৮০ হাজার মে. টন আলু উৎপাদন করতে হলে ২০২১ সনে নভেম্বরের মধ্যে মানসম্পন্ন ৮ হাজার মে. টন বীজের প্রয়োজন। বিএডিসির কাছে রপ্তানিযোগ্য নতুন জাতের যে পরিমাণ আলুবীজ রয়েছে তা চাহিদার তুলনায় অতি নগণ্য। এক্ষেত্রে প্রচলিত জাতসমূহের (ডায়মন্ট, গ্রানুলা ইত্যাদি) বীজ দিয়ে উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগমুক্ত আলু উৎপাদন করতে হবে। বিএডিসির কাছে প্রচলিত জাতের পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ রয়েছে।

আগামী ২০২৩ সনে রপ্তানির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার মে. টন আলু উৎপাদন করতে হলে চলতি ২০২২ সনে মানসম্পন্ন ১২ হাজার মে. টন বীজ প্রয়োজন। নিচে আলু রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ও প্রক্ষেপণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বীজের পরিমাণ ও বিএডিসি কর্তৃক রপ্তানি উপযোগী নতুন জাতের সম্ভাব্য বীজ উৎপাদনের একটি হিসাব দেখানো হলোঃ

বছর	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫
মোট রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রক্ষেপণ (মে. টন)	৫৬০০০	৮০০০০	১২০০০০	১৮০০০০	২৫০০০০
বীজের প্রয়োজন (মে. টন)	৮০০০	১২০০০	১৮০০০	২৫০০০	২৫০০০
বিএডিসি কর্তৃক নতুন জাত সরবরাহের সক্ষমতা (মে. টন)	৩৪০	২০০০	৮৫০০	৩২০০০	৩২০০০
বিএডিসি কর্তৃক প্রচলিত জাত সরবরাহের সক্ষমতা (মে. টন)	৭৬৬০	১০০০০	৯৫০০	-	-

বিএডিসি'র পাশাপাশি আমদানিকারক ও বেসরকারি বীজ কোম্পানিকে নতুন জাতের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। বীজের প্রাপ্যতা কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রপ্তানির জন্য আলু উৎপাদনকারী চাষিদের তালিকা তৈরি করে বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য, ২০২২ পঞ্জিকা বর্ষে রপ্তানিযোগ্য নতুন জাতের আলু উৎপাদনের জন্য চলতি বর্ষে অক্টোবর মাসে চাষিদের আলুবীজ দিতে হবে। আমদানি করে এটি আর এখন সম্ভব নয়। আগামী ২০২৩ পঞ্জিকা বর্ষে রপ্তানিযোগ্য নতুন জাতের আলু উৎপাদনের জন্য চলতি বর্ষে এখনই উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এবং আগামী বছর বেশি পরিমাণ বীজ আমদানি করলে ২০২২ বর্ষে অক্টোবর মাসে নতুন জাতের আলুবীজ চাষি পর্যায়ে সরবরাহ দেয়া সম্ভব হবে।

৭. আলুবীজ উৎপাদন, আমদানি ও বিপণন এবং আলু চাষ এবং রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন

আলুবীজ আমদানি, টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উচ্চমানসম্পন্ন আলুবীজ উৎপাদন, চাষিপর্যায়ে আলুবীজ উৎপাদন, বীজের মাননিয়ন্ত্রণ, হিমাগারে সংরক্ষণ, আলু উৎপাদন, রপ্তানির জন্য বাছাই, প্রত্যয়ন, পরিবহন এবং আলু রপ্তানি একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। এ সকল কর্মকাণ্ডে কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিএডিসি, বিএআরআই, ডিএই, ডিএএম, এক্রিডিটেশন বোর্ড, বিআরটিএ, এনবিআর, বন্দর কর্তৃপক্ষ, পটেটো গ্রোয়ার্স, পটেটো এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা জড়িত। রপ্তানির ক্ষেত্রে সফলতার জন্য এ সকল সংস্থার মাঝে সমন্বয় থাকা খুবই জরুরি। এ জন্য অংশীজনের সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কর্মভিত্তিক উপকমিটি থাকা প্রয়োজন। এ কমিটি উদ্ভূত সমস্যা তাৎক্ষণিক (One Stop) সমাধান করবে। কৃষি মন্ত্রণালয় মূল কমিটি ও উপকমিটি গঠন করবে এবং কমিটিগুলোর কর্মকাণ্ড ফলোআপ করবে।

কমিটির রূপরেখাঃ

১) মূল কমিটি (কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সকল অংশীজন: ব্যাংক, এনবিআর, বিআরটিএ)

২) রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান উপকমিটি (ডিএএম, দূতাবাস, কোয়ারেন্টাইন, বিপিইএ)

৩) জাত ছাড়করণ উপকমিটি (বীজ উইং, বিএআরআই, বিএডিসি, এসসিএ, বেসরকারি বীজ কোম্পানি, বিপিইএ)

৪) বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ উপকমিটি (বিএডিসি, ডিএই, বিএআরআই, বেসরকারি বীজ কোম্পানি, বিপিইএ, বিসিএসএ)

৫) রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ (ডিএই, বিএডিসি, বিএআরআই, বেসরকারি বীজ কোম্পানি, বিপিইএ, বিসিএসএ)

৬) প্রত্যয়ন (এক্রিডিটেশন বোর্ড, ডিএই, বিএআরআই)

৭) পরিবহন ও জাহাজীকরণ (ডিএএম, বন্দর কর্তৃপক্ষ, শুল্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিমান, বিআরটিএ, ট্রাফিক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ, বিপিইএ)

৮. রোডম্যাপ বাস্তবায়ন কৌশল/সুপারিশ

১) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডিএএম, দূতাবাস, ডিএই এবং বিপিইএ রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান (সার্ভে), জিটুজি নেগোসিয়েশন ও জাতওয়ারি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ও প্রক্ষেপণ তৈরি করবে (Target & Projection) এবং পরবর্তী ধাপে রপ্তানিকারক নির্দিষ্ট রপ্তানি বাজারের জন্য বিজনেস টু বিজনেস যোগাযোগ করবে;

২) বিএডিসি, বিএআরআই ও বিপিইএ প্রজেকশন অনুযায়ী সম্ভাব্য জাতগুলো নিয়ে প্রায়োগিক গবেষণা এগিয়ে রাখবে;

৩) রপ্তানিযোগ্য নতুন জাত সহজপ্রাপ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত ভর্তুকি মূল্যে বীজ আমদানি করতে হবে;

৪) পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকল্পে বিএডিসি, বিএআরআই, আরডিএ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ও টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করবে;

৫) রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত এলাকায় চুক্তিবদ্ধ চাষি (Contract Farming) ব্যবস্থার প্রবর্তন করে রপ্তানিকারকগণ ডিএই/বিএডিসি/বিএআরআই এর সহায়তায় নিজস্ব উৎপাদন ও চাষি বলয় গড়ে তুলবে;

৬) রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনকারী চাষিদের গ্রুপ তৈরি করে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন আলু উৎপাদনে দক্ষ করে তুলতে হবে;

৭) আগাম বৈদেশিক বাজার ধরার জন্য স্বল্পকালীন আমন ধান চাষ করে আগাম আলু রোপণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;

৮) হলোহার্ট, ব্রাউন রট, পটেটো টিউবার মথসহ বালাইমুক্ত আলু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে;

৯) মানসম্পন্ন আলু উৎপাদনের জন্য তদারকি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও জোরদার করতে হবে এবং প্রত্যেকের কাজ সুনির্দিষ্ট করে সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে;

১০) রোগ নির্ণয় পদ্ধতি সহজ করতে হবে (Rapid Kit);

১১) নিম্নমানের আলু যাতে রপ্তানি না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে;

১২) প্রত্যয়ন ব্যবস্থা শক্তিশালী, সহজলভ্য ও দ্রুত করতে হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রত্যয়ন দিতে হবে;

১৩) কাস্টমসের ন্যায় কোয়ারেন্টাইন দপ্তর সকাল-সন্ধ্যা খোলা রাখতে হবে (কোয়ারেন্টাইন দপ্তরে জনবল বৃদ্ধি);

১৪) প্যাকিং ব্যবস্থা আকর্ষণীয় ও টেকসই করতে হবে;

১৫) পরিবহন ব্যবস্থা এবং জাহাজীকরণ নিরবচ্ছিন্ন করতে হবে;

১৬) রপ্তানিমুখী অন্যান্য পণ্য পরিবহনে শিপিং কর্পোরেশন যে সকল সুবিধা পায় আলু রপ্তানির ক্ষেত্রেও তা প্রদান করার ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৭) সেতু পারাপারে বিদ্যমান ওজন সমস্যা সমাধান করতে হবে;

১৮) সরকার ঘোষিত নগদ প্রণোদনা স্বল্প সময়ে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে;

১৯) আলু উৎপাদনকারী ও পরিবহন ঠিকাদারের ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর এবং মূসক হ্রাস/প্রত্যাহার করতে হবে;

২০) উৎপাদন খরচ কমানো, সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ এবং মানসম্পন্ন আলু উৎপাদন করতে হবে;

২১) রপ্তানিযোগ্য আলু বাছাইয়ের পর অবশিষ্ট আলু অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি অথবা বিকল্প ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

২২) রেফার কন্টেইনার সরাসরি রপ্তানিকারকের প্রসেস জোনে লোডের ব্যবস্থাকরণ এবং চট্টগ্রামের পথে ঢাকায়/ সুবিধাজনক স্থানে প্লাগ-ইন পয়েন্ট নির্ধারণপূর্বক তা চট্টগ্রাম বন্দরে প্রেরণ করতে হবে।

৯. আলু রপ্তানি বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা-২০২৩

ক্র. নং	বিষয়	কার্যক্রম	সময়	দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা
১	রপ্তানি বাজার অনুসন্ধান	- জাতওয়ারি বিশ্ববাজারে আলুর রপ্তানি চাহিদা নিরূপণ - রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ - আগামী ০৪ বছরের রপ্তানির প্রাক্কলন - রাশিয়ায় পুনরায় রপ্তানি বাজার চালু করা - রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ - বিশ্ব বাজারে আলু রপ্তানি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব নির্ধারণ - জি টু জি নেগোসিয়েশন - নির্দিষ্ট রপ্তানি বাজারের জন্য বিজনেস টু বিজনেস যোগাযোগ	জুলাই- সেপ্টেম্বর	কৃষি মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ডিএএম, দূতাবাস, ডিএই এবং বিপিইএ
২	গবেষণা, জাত নির্বাচন ও নিবন্ধন	- জাত/জার্মপ্লাজম সংগ্রহ - রপ্তানির আগাম প্রাক্কলনের প্রেক্ষিতে ফলিত গবেষণা - বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্বাচন ও নিবন্ধন - নতুন জাত দ্বারা বিদ্যমান বাজার প্রতিস্থাপন - উৎপাদন খরচ কমানো, সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধকল্পে গবেষণা জোরদারকরণ	বছরব্যাপী	কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএআরআই, বিএডিসি, বিপিইএ, এসসিএ
৩	বীজ আমদানি	- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাত নির্বাচন - নির্বাচিত জাতের বীজ আমদানি - বীজ আমদানিতে ভর্তুকির ব্যবস্থাকরণ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি, বেসরকারি বীজ আমদানিকারক

ক্র. নং	বিষয়	কার্যক্রম	সময়	দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা
৪	বীজ উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ	- পূর্ববর্তী প্রজন্মের বীজের মজুদ নিশ্চিতকরণ - বীজ উৎপাদন পরিকল্পনা - রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা - নিবিড় মনিটরিং ও মান নিয়ন্ত্রণ	নভেম্বর-মার্চ	বিএডিসি, ডিএই, বিএআরআই, এসসিএ
৫	রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন এলাকা নির্বাচন, মাটির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ	- নির্বাচিত এলাকার যোগাযোগ ও সেচ ব্যবস্থাপনা - সংগৃহীত মাটির নমুনা হতে মাটির গুণাগুণ ও রোগবালাই (Ralstonia) পরীক্ষণ - এলাকা চূড়ান্তকরণ	জুলাই-সেপ্টেম্বর	ডিএই, এসআরডিআই, বিএডিসি, বিএআরআই, বিশ্ববিদ্যালয়
৬	চাষি নির্বাচন, তালিকা প্রস্তুতকরণ ও চুক্তিকরণ	- আলু চাষের জন্য উপযুক্ত চাষি নির্বাচন - চাষি ও রপ্তানিকারকের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর - চাষিদের হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুতকরণ	আগস্ট-সেপ্টেম্বর	ডিএই, বিএডিসি, বিপিইএ
৭	নির্বাচিত চাষিদের প্রশিক্ষণ	- রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের কলাকৌশল - রোগমুক্ত আলু উৎপাদন কলাকৌশল - সরাসরি প্রশিক্ষণ, লিফলেট ও বুকলেট সরবরাহ	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	ডিএই, বিএআরআই, বিএডিসি, বিপিইএ
৮	রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের জন্য বীজ সরবরাহ	- সহজলভ্য না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত চাষিদেরকে নতুন জাতের বীজ সরবরাহ	অক্টোবর-নভেম্বর	বিএডিসি, ডিএই, বিপিইএ, বিএআর-আই
৯	নতুন জাতের সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী	- উপযুক্ত চাষি নির্বাচন - উপকরণ বিতরণ - মাঠ দিবস অনুষ্ঠান	নভেম্বর-মার্চ	ডিএই, বিএডিসি, বিপিইএ
১০	রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন ও সার্বিক তত্ত্বাবধান	- সময়মতো বপন নিশ্চিতকরণ - উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) অনুসরণ - হামপুলিং, ফিল্ড কিউরিং	নভেম্বর-মার্চ	ডিএই, বিএডিসি, বিপিইএ, বিএআর-আই
১১	সংগ্রহ, বাছাই, প্যাকেজিং	- সময়মতো সংগ্রহ -কিউরিং, সর্টিং ও গ্রেডিং - আকর্ষণীয় ও মানসম্পন্ন প্যাকেজিং	জানুয়ারি-মার্চ	ডিএই, ডিএএম, বিপিইএ

ক্র. নং	বিষয়	কার্যক্রম	সময়	দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা
১২	পরীক্ষণ ও প্রত্যয়ন	- Brown rot, Hollow heart, Scab ইত্যাদি পরীক্ষণ - ফাইটোসেনিটারি সার্টিফিকেট প্রদান	বছরব্যাপী	ডিএই, বিএআর-আই, বিএডিসি, বিশ্ববিদ্যালয়, বিপিইএ, চাষি
১৩	পরিবহন ও জাহাজীকরণ	- নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন - আলুকে বিশেষায়িত পণ্য হিসেবে ঘোষণা - অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লোডিং-আনলোডিং - বিমানের কার্গো ভাড়ার ব্যবস্থাপনা	বছরব্যাপী	কৃষি মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, ডিএএম, সেতু কর্তৃপক্ষ, বিপিইএ
১৪	সংরক্ষণ ও হিমাগার ব্যবস্থাপনা	- আলু রপ্তানির জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ হিমাগারে সংরক্ষণ (২-৩.৪ ডিগ্রি সে./৩৬-৩৮ ডিগ্রি ফা.) - রপ্তানিযোগ্য আলু প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য হলে আলাদা হিমাগারের চেম্বারে CIPC প্রযুক্তি দিয়ে (৯-১১ ডিগ্রি সে.) সংরক্ষণ	বছরব্যাপী	ডিএএম, বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন, বিপিইএ
১৫	ভ্যাট, ট্যাক্স ও সেতুর টোল ব্যবস্থাপনা	- কৃষকদের নিকট হতে আলু ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরোপিত আয়কর (আইটি) প্রত্যাহার - রপ্তানি আলু পরিবহন ঠিকাদারের বিলের উপর আয়কর কর্তন প্রত্যাহার বা হ্রাসকরণ - আলু পরিবহন ঠিকাদারের উপর মূসক এর হার ১০% হতে ৫% এ হ্রাসকরণ - সেতু পারাপারের সময় প্রতি ট্রাকে ১৪ মে. টন আলু পরিবহন নিশ্চিতকরণ	বছরব্যাপী	কৃষি মন্ত্রণালয়, এনবিআর, ডিএএম, সেতু কর্তৃপক্ষ
১৬	কুলিং চেম্বার, কুলিং ভ্যান, রেফার কন্টেইনার	- রেফার কন্টেইনার/কুলিং ভ্যান সরাসরি রপ্তানিকারকের প্রসেস জোনে লোডের ব্যবস্থাকরণ - চট্টগ্রামের পথে ঢাকায় প্লাগ-ইন পয়েন্ট নির্ধারণপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দরে প্রেরণ	বছরব্যাপী	কৃষি মন্ত্রণালয়, এনবিআর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, সেতু কর্তৃপক্ষ, বিপিইএ

রপ্তানিযোগ্য আলুর বৈশিষ্ট্য

পরিশিষ্ট-ক

জাতের নাম	জীবনকাল	ফলন (মে.টন/হে.)	শুষ্ক পদার্থ	বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
১। সান সাইন (Sunshine)	৮০-৯০ দিন	৪০.১৫	১৮.০০%	অতি আগাম ও রপ্তানিযোগ্য, ৬৫ দিনে ভাল ফলন দেয়, দীর্ঘ সুপ্তিকাল
২। প্রাডা (Prada)	৮০-৯০ দিন	৪২.৫০	১৮.০০%	অতি আগাম ও রপ্তানিযোগ্য, ৬৫ দিনে ভাল ফলন দেয়
৩। সান্তানা (Santana)	৮০-৯০ দিন	৪২.১৫	২২.২০%	উচ্চ শুষ্ক পদার্থ সম্পন্ন ও ফ্রেন্স ফ্রাইয়ের জন্য উপযুক্ত
৪। কুইন এ্যানি (Queen anne)	৮০-৯০ দিন	৪০.৫০	১৮.০০%	আগাম, উজ্জ্বল ত্বকের আকর্ষণীয় আলু, রপ্তানি উপযোগী
৫। কুম্বিকা (Cumbica)	৮০-৯০ দিন	৪১.০০	১৮.৬৬%	আকর্ষণীয় ফ্লেশ কালার ও রাশিয়ায় রপ্তানির জন্য উপযুক্ত
৬। ডোনাটা (Donata)	৮০-৯০ দিন	৩৮.০০	২১.৫০%	উচ্চ সুপ্তাবস্থা, ফ্রেন্স ফ্রাইয়ের জন্য উপযুক্ত
৭। ডায়মান্ট (Diamant)	৮০-৯০ দিন	২৫-৩০	১৭.০০%	খাবার উপযোগী ও রপ্তানিযোগ্য
৮। গ্রানোলা (Granula)	৭৫-৯০ দিন	২৫-৩০	১৯.৮০%	আগাম ও রপ্তানিযোগ্য
৯। বারিআলু-৬২ (BARI Alu-62)	৮০-৯০ দিন	৪৩.৭০	২০.৮০%	দীর্ঘ সুপ্তিকাল, রপ্তানি যোগ্য।
১০। মিউজিকা (Musica)	৮০-৯০ দিন	৪০.১৫	১৯.০০%	অতি আগাম ও রপ্তানিযোগ্য, দীর্ঘ সুপ্তিকাল, আকর্ষণীয় ফ্লেশ কালার
১১। বারিআলু-৯০ (এলুইটি)	৯০-৯৫ দিন	৩৮-৪০	১৮.০০%	লেট ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী, খাবার উপযোগী ও রপ্তানিযোগ্য